প্যানেল নয়, ব্যক্তিই হবেন মুখ্য

মীর মোহাম্মদ জসিম/মোতাহার হোসেন

প্রকাশিত: ১০:৫০, ২০ আগস্ট ২০২৫

ছবি: সংগৃহীত

দীর্ঘ বারো বছর পড়াশোনা করে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রতিটি শিক্ষার্থীর লক্ষ্য থাকে ভালো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে নিজেদের বিশ্বমানের মানুষ হিসেবে তৈরি করা। এজন্য শিক্ষার্থীরা বুয়েট, মেডিক্যাল কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে সাধ্যমতো চেষ্টা করে।

×

×

কিন্তু সরকারি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা হলে সিট সংকট, নিম্নমানের খাবার, সিনিয়রদের র‍্যাগিংসহ নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষ করে হলে সিট সংকটের কারণে গ্রাম থেকে আসা বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই ছাত্র নেতাদের শরণাপন্ন হতে হয়। গত ১৫ বছরে হলের প্রতিটি সিট

নিয়ন্ত্রণ করত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। কে হলে থাকবে, কে থাকবে না, সেটি তারাই সিদ্ধান্ত দিত।

×

ছিল না মত প্রকাশের কোনো স্বাধীনতা। প্রতিটি শিক্ষার্থীর মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে তাদের গোপনীয় সবকিছু তল্লাশি চালানো হতো। ফেসবুকে কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু লেখার কারণে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে কয়েক হাজার শিক্ষার্থীকে। বুয়েটের আবরার ফাহাদকে শুধু ফেসবুকে লেখার কারণেই নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।

এক্ষেত্রে হল প্রশাসন ছিল একেবারেই নীরব। অথচ হলের প্রভোস্ট থেকে শুরু করে হাউস টিউটর হল পরিচালনার জন্য ভাতা, আবাসন, এমনকি পদোন্নতির ক্ষেত্রে তাদের হল পরিচালনার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাত। বাস্তবিক অর্থেই তারা হলের কোনো পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন না। হলের প্রভোস্ট সার্টিফিকেট এবং সামান্য কিছু কাগজে সই করেই তার দায়িত্ব পালন করতেন। এমনকি ছাত্রলীগের নির্যাতনের শিকার কোনো শিক্ষার্থীকে ন্যূনতম সহযোগিতাও করতেন না হলের এ দায়িত্বশীলরা।

গত বছরের জুলাই অভ্যুত্থানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কোটা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রলীগের মতো অন্য কোনো ছাত্র সংগঠন হল নিয়ন্ত্রণ করবে না—এমন বিশ্বাসও ছিল। এবং অভ্যুত্থানের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি তুলেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে তারা সরব। শিক্ষার্থীরা মনে করছেন, ছাত্র সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যারা নেতা হবেন তারা প্রকৃত অর্থে সাধারণ শিক্ষার্থীদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে কাজ করবেন। এ ক্ষেত্রে বিগত দিনে হলে যে সব খারাপ সংস্কৃতি ছিল সেগুলো বিদায় হবে। একই সঙ্গে হলের সিট সংকট নিরসন, লাইব্রেরিতে বইয়ের পর্যাপ্ত সংরক্ষণ ও সিট বাড়ানোসহ শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করবেন।

আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠন (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনে ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদের ২৮টি পদের জন্য ৫৮৬ জন প্রার্থী মনোনয়ন নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮টি হল সংসদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে মোট মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন ১ হাজার ২২৬ জন।

এবারের নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্যানেলসহ আটটি ছাত্র সংগঠন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। তবে প্রত্যেকটি প্যানেলের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন শিক্ষার্থীরা। প্রতিটি প্রার্থীর অতীত কর্মকাণ্ড, জুলাই

বিপ্লবে ভূমিকা, সাধারণ ছাত্রদের প্রতি দায়িত্বশীলতাকে গুরুত্ব দিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু করে দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

এ ক্ষেত্রে প্যানেল নয়, প্রার্থীই হবে শিক্ষার্থীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শিক্ষার্থীরা চান নিরাপদ ক্যাম্পাস বিনির্মাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নেতৃত্ব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের শিক্ষার্থী মুবাশ্বির আলম জনকণ্ঠকে বলেন, আসন্ন ডাকসু নির্বাচনের প্যানেলগুলো বিশ্লেষণ করলে প্রথম যে বিষয়টি চোখে পড়ে তা হলো রাজনৈতিক ও আদর্শিক বৈচিত্র্য। ইসলামী মতাদর্শভিত্তিক সংগঠন থেকে শুরু করে বামপন্থী জোট, নতুন প্রজন্মের 'পরিবর্তনমুখী' প্ল্যাটফর্ম, স্বতন্ত্র ও নারী নেতৃত্ব—সব ধরনের চিত্রই এবার দেখা যাচ্ছে। বহুপক্ষীয় এই অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে একটি গণতান্ত্রিক লক্ষণ এবং ডাকসুকে একটি প্রতিযোগিতামূলক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে সামনে নিয়ে এসেছে।

তিনি বলেন, 'তবে এই বহুরূপী বৈচিত্র্যের ভেতরে যদি গভীরে গিয়ে দেখা যায়, তখন প্রশ্ন ওঠে এই প্যানেলগুলো কেবল মুখের বুলি, পরিচিত মুখ, বা আদর্শের প্রদর্শনী কি না? অনেক ক্ষেত্রে স্লোগান জোরালো হলেও প্রস্তাবিত নীতিমালা, সমস্যা বিশ্লেষণ বা বাস্তবসম্মত সমাধানের রূপরেখা দুর্বল। অধিকাংশ প্যানেলেই রাজনৈতিক বলয় থেকে নির্বাচিত প্রার্থী থাকলেও, শিক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবিকে নিয়ে স্পষ্ট রোডম্যাপ অনেক সময় অনুপস্থিত।'

তিনি আরও বলেন, সব প্রার্থীকে বুঝতে হবে আমরা শিক্ষার্থীরা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন। আমরা কোনো প্যানেল নয়, ব্যক্তিকেই ভোট দেব। সেক্ষেত্রে প্রার্থীদের আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে। কোনো প্রকার হঠকারিতার আশ্রয় নিলে ভোটের বাক্সে জবাব পাবে।

×

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২০-২১ সেশনের শিক্ষার্থী সাখাওয়াত হোসেন জনকণ্ঠকে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থী চায় এমন একটি প্রতিনিধি, যিনি তাদের সমস্যা, চাওয়া ও স্বপ্নের বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে পারবেন। সেশনজট শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎকে বাধাগ্রস্ত করছে—এটি দ্রুত সমাধানের জন্য ডাকসুর সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন। প্রতিটি হলে নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে পারে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো ঘটনা যেন আর না ঘটে, সেদিকে কড়া নজর দরকার। আমাদের ডিজিটাল যুগের

চাহিদা অনুযায়ী লাইব্রেরি ও একাডেমিক রিসোর্স বাড়াতে হবে। মানসিক স্বাস্থ্য এখন একটি বড় বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসিক স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা সাপোর্ট এবং সকলের জন্য ক্যারিয়ার ও ইন্টার্নশিপ গাইডলাইন চালু করা দরকার। আমরা চাই, ছাত্র রাজনীতি হোক ভিন্নমতের সহাবস্থানের জায়গা, সন্ত্রাস ও অস্ত্রের জায়গা নয়। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মতামতের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট তৈরি এবং প্রশাসনে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাও সময়ের দাবি। এই সকল চাওয়া পূরণে ডাকসুর সক্রিয় ও ইতিবাচক ভূমিকা আমরা কামনা করি।

তিনি বলেন, যে প্রার্থী আমাদের উপরিউক্ত দাবিগুলো বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতি দেবেন এবং আমরা তার সক্ষমতা ও মানসিকতা বুঝতে পারব, সে প্রার্থীকেই আমরা ভোট দিয়ে ডাকসুর দায়িত্ব দেব।

শেষ দিনেও উৎসবমুখর ক্যাম্পাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে (ডাকসু) মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ দিন ছিল মঙ্গলবার। গত সোমবার ছাত্রদলের প্রতিবাদের মুখে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় একদিন বাড়িয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

যদিও গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদসহ কয়েকটি ছাত্র সংগঠন অভিযোগ তুলেছে যে একটি ছাত্র সংগঠনকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার জন্যই সময় বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

ডাকসুর প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন এক ব্রিফিংয়ে বলেন, 'কাউকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার জন্য আমরা এক দিন সময় বৃদ্ধি করিনি।'